



12660 - সিয়াম পালন ও ঈদ উদযাপনের ক্ষেত্রে স্বদেশবাসীর বিরুদ্ধাচরণ করা নাজাযয়ে

প্রশ্ন

আমাদের দেশে একদল দ্বীনদার ভাই আছেন তারা কিছু কিছু ব্যাপারে আমাদের বিরুদ্ধাচরণ করেন। যমেন রমজান মাসেরে সিয়াম পালনেরে ক্ষেত্রে তারা খালি চোখে নতুন চাঁদ না-দখো পর্যন্ত সিয়াম পালন করেন না। কখনও কখনও আমরা তাদেরে একদিন বা দুইদিন আগে রমজানেরে সিয়াম পালন শুরু করি। তারাও ঈদুল ফতিরেরে একদিন বা দুইদিন পরে ঈদ উদযাপন করে থাকেন। আমরা যদি তাদেরকে ঈদেরে দিনে রোজা রাখা সম্পর্কে জিজ্ঞেসে করি তারা এই বলে জবাব দেন যে, আমরা খালি চোখে নতুন চাঁদ না-দখো পর্যন্ত ঈদ করব না এবং রোজা রাখা শুরু করব না। কারণ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেন: “তোমরা তা (নতুন চাঁদ) দেখে সিয়াম পালন কর এবং তা (নতুন চাঁদ) দেখে রোজা ছাড়।” তারা যন্ত্রেরে সাহায্যে নতুন চাঁদ দেখের পদ্ধতি মানেন না। উল্লেখ্য দুই ঈদেরে নামায়েরে সময় নির্ধারণেরে ক্ষেত্রেও তারা আমাদের বিরুদ্ধাচরণ করেন। তারা তাদেরে নতুন চাঁদ দেখের ভিত্তিতে স্থানীয়ভাবে ঈদ উদযাপনেরে পরে ঈদ উদযাপন করেন। অনুরূপভাবে তারা ঈদুল আযহার সময় পশু কোরবানী ও আরাফার সময় নির্ধারণেরে ক্ষেত্রেও আমাদের বিক্রেনে। তারা ঈদুল আযহার দুইদিন পরে ঈদ উদযাপন করেন। অর্থাৎ সমস্ত মুসলমি কোরবানী করার পরে তারা পশু কোরবানী করেন। তারা যা করছেন তা কি সঠিক? আল্লাহ আপনাদেরে উত্তম প্রতদিন দান করুন।

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য। তাদের উপর ওয়াজবি হল সাধারণ মানুষের সাথে সিয়াম পালন করা, তাদের সাথে ঈদ উদযাপন করা এবং তাদের সাথে দুই ঈদেরে নামায় আদায় করা। এর দলীল হচ্ছে- নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বাণী:

صوموا لرؤيتهم وأفطروا لرؤيتهم فإن غم عليكم مفاكموا العدة متفق عليه

“তোমরাতা (নতুনচাঁদ) দেখেসিয়াম পালনকর, তা (নতুনচাঁদ) দেখেরোজা ছাড় (ঈদ উদযাপন কর)।

আরযদআকাশমঘোচ্ছন্নথাকতে তব(েরোজার) সংখ্যা (৩০দিন) পূর্ণকর।”[সহহি বুখারী ও সহহি মুসলমি] এই হাদিসেরে উদ্দেশ্য হলো- চাঁদ দেখো সাব্যস্ত হলে সিয়াম পালন ও ঈদ উদযাপনেরে আদশে দয়ো। সটো খালি চোখেও হতে পারে অথবা দৃষ্টিশক্তিকে সাহায্যকারী কোন যন্ত্রপাতির মাধ্যমেও হতে পারে। কারণ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেন:

الصوم يوم تصومون والإفطار يوم تفطرون والأضحى يوم تضحون "



(أخرجه أبو داوود (2324) والترمذي (697) ، وصححه الألباني في صحيح الترمذي (561))

“রোজা হলসদেনিয়দেনিতোমরাসকলরোজা পালনকর। ঈদ হলসদেনিয়দেনিতোমরাসকলঈদ উদযাপন কর। ঈদুল আযহা হলো সদেনিয়দেনিতোমরাসকলপেশুকোরবানীকর।”[হাদসিট আবু দাউদ (২৩২৪) ও তরিমযী (৬৯৭) বর্ণনা করছেন; আলবানী সহীহুত তরিমযী’ (৫৬১) গ্রন্থে হাদসিটকিসেহিহিসিবেচেহিনতিকরছেন।

আল্লাহই তাওফকি দাতা।আমাদরে নবী মুহাম্মাদ, তাঁর পরবারবর্গ ও তাঁর সাহাবীগণরে উপর আল্লাহর রহমত ও শান্তি বর্ষতি হোক।